প্রতিটি শিশুর অধিকার
রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার

বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪

৭ অক্টোবর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২২ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ • ০৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ শুভক্ষণে আমি বিশ্বের সকল শিশুর প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, স্নেহ ও ভালোবাসা।

শিশুরাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কান্ডারি। সবার জন্য একটি টেকসই, মানবিক ও সুন্দর বিশ্ব গড়তে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিকল্প নেই। শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে তাদের মৌলিক অধিকার তথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে হবে। শিশুরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনে ইতিবাচক বিশ্ব গড়ে তোলা সহজ হবে। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। এ সনদের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় 'শিশু আইন ১৯৭৪' এর ধারাবাহিকতায় দেশে শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশুর প্রতিভা বিকাশে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ বিশেষ করে কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য নিরসনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা। সরকারের এ সকল পদক্ষেপ শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'প্রতিটি শিশুর অধিকার, রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি, শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষ এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু স্নেহ, মমতা ও নিরাপদে বিকশিত হোক- বিশ্ব শিশু দিবসে এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি 'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

উপদেষ্টা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

"বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪" উদ্‌যাপনের এই শুভক্ষণে বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল শিশুদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজকের শিশুরাই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের প্রধান কারিগর। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য শিশুর বেড়ে ওঠার স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ শিশুকে যোগ্য ও নেতৃত্বদানে সক্ষম করে তোলে। শিশুকে মানবিক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শিশুদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সকল শিশুর সুরক্ষা এসকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। শিশু জন্ম পরবর্তী সময় সুন্দর ও সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। বিশেষ করে কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী রূপে গড়ে তুলতে রাষ্ট্র নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নের দিকেও সরকারের সুদৃষ্টি রয়েছে। শিশুর জন্য সমঅধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই এসব প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে গ্রামের কন্যাশিশুদের এগিয়ে চলার পথে বড়ো বাধা বাল্যবিবাহ। কন্যাশিশুদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপ রয়েছে। তবে শুধু সরকারি পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়। শিশুকে মানবিক বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে গড়ে তুলতে পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন অত্যন্ত জরুরি।

বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪ সাফল্যময় ও অর্থবহ হয়ে উঠুক। আমি প্রত্যাশা করি বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল শিশু সুস্থ, সুন্দর, সুরক্ষিত উপায়ে বেড়ে উঠুক। এই দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শারমীন এস মুরশিদ

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। শিশুদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই পালিত হয় এ আন্তর্জাতিক কার্যক্রম। প্রতিবছরের মতো এ বছরেও বাংলাদেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বিশ্ব শিশু দিবস। একইসাথে পালিত হয়েছে কন্যাশিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম ২২টি দেশের একটি। বিশ্বের সকল শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং সহনশীল পরিবেশে নিরাপদে বেড়ে ওঠার মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা আছে এই সনদে। আর তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, আশ্রয়, মানসিক বিকাশ তথা গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। প্রকৃতপক্ষে মাতৃগর্ভ থেকে অধিকার ভোগ করার দাবিদার শিশুরা। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করে মানবজাতিকে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে, শিশুকে গর্ভাবস্থা থেকে নিরাপদভাবে বিকাশের অধিকার দিতে হবে। বিশ্বের প্রতিটি শিশু যেন ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধা নিয়ে জীবনযাপন করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এমন দায়বদ্ধতা থেকেই এবারের বিশ্ব শিশু দিবসে আমাদের প্রতিপাদ্য- "প্রতিটি শিশুর অধিকার, রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার"

সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলায় শিশুদের সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিত আয়োজন করছে দেশব্যাপী শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা। শিশুর মননশীল ভাবনার বিকাশে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির গ্রন্থ প্রকাশ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শিশুদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের লেখক-কবি-সাহিত্যিক খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশ করে যাচ্ছে নিয়মিত মাসিক 'শিশু' পত্রিকা। সর্বোপরি সকল শিশুর যথাযথ বিকাশে, অধিকার সচেতন করতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সবরকম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪'এর আয়োজনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ও সম্মানিত সচিব নাজমা মোবারেক অত্যন্ত কার্যকরী দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হচ্ছে স্মরণিকা 'শৈশব'। এ প্রকাশনার লেখকদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। অত্যন্ত অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এ প্রকাশনাসহ সকল আয়োজনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। সর্বোপরি শিশুদের অংশগ্রহণে সফল হতে চলেছে আমাদের বিশ্ব শিশু দিবসের সকল আয়োজন। আয়োজনের সার্বিক সাফল্যের অংশীদার আমরা সবাই। সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আজকের এ শুভদিনে অভিভাবক ও সচেতন মহলের কাছে আহ্বান, শিশু অধিকার চর্চার বিষয়টি শুধু একটি দিন বা সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, আসুন আমাদের সারাবছরের কর্মকাণ্ডে শিশু অধিকারের বিষয়ে আমরা সচেতন থাকি।

সফল হোক–শুভ উদ্যোগ, শুভ আয়োজন।

প্রতিটি শিশুর অধিকার
রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার

তানিয়া খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

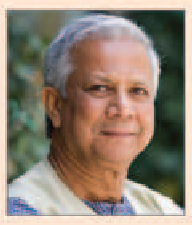

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে 'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪' উদযাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুকে স্নেহ ও ভালোবাসা জানাই। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের উষালগ্নে বিশ্ব শিশু দিবস পালনের গুরুত্ব নতুন মাত্রায় উপনীত হয়েছে।

শিশুরাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকার। বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে শিশুদের সুন্দর বিকাশের জন্য গুরুত্ব প্রদান করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তাই শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, নিরাপত্তা, পুষ্টি ও সুস্থ বিনোদনের বিকল্প নেই। শিশুরা স্নেহ, মমতা ও মুক্তচিন্তার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে বেড়ে উঠলে আগামী দিনের বাংলাদেশ গঠনে তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে। আজকের শিশুরাই আগামীর শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও প্রকৌশলীসহ নানা পেশায় দক্ষ হয়ে উঠবে।

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার শিশুর প্রতি বঞ্চনা, শিশুশ্রম, অপুষ্টি ও বাল্য বিবাহসহ অন্যান্য সমস্যা যা শিশুর সঠিক বিকাশের অন্তরায় সেসব চিহ্নিত করে সমাধান করতে বদ্ধপরিকর।

'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪' উদযাপনে গৃহীত কর্মসূচি শিশুর সার্বিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু নিরাপদ ও নিবিড় স্নেহ যত্নে বেড়ে উঠুক- আজকের দিনে এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

আজকের এই বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪ এ আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর অধিকার, সুস্থতা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করতে একত্র হয়েছি। শিশুরা আমাদের জাতির অগ্রগতির ভিত্তি, আগামীদিনের নির্মাতা। তাদের সম্ভাবনা বিকাশের জন্য একটি নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পৃথিবী তৈরি করা আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব।

এ বছরের বিশ্ব শিশু দিবসে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে শিশুদের জন্য "প্রতিটি শিশুর অধিকার, রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার" নিশ্চিত করার দিকে। যদিও আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি, বাংলাদেশের অনেক শিশু, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু, এখনও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দরিদ্রতা, লিঙ্গ বৈষম্য বা শোষণের কারণে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, যা তাদের বৃদ্ধি, শিক্ষা এবং বিকাশের অধিকারকে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো উদ্বেগের বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো শিশুশ্রম। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১২ লাখেরও বেশি শিশু এখনও বিপজ্জনক শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এটি কেবল শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন নয়, বরং আমাদের জাতির সম্ভাবনার ক্ষতি। শ্রমে নিয়োজিত শিশু শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং শৈশবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। এই অনৈতিক প্রথা নির্মূলে আমাদের আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং পরিবারগুলোর জন্য বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

এর পাশাপাশি অনলাইন শোষণ ক্রমবর্ধমান হুমকির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি। আমাদের সমাজের দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তর, যদিও শিশুদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, কিন্তু তাদের সামনে নতুন নতুন বিপদের দ্বারও খুলে দিয়েছে। শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং কঠোর আইনি কাঠামো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আমরা বিশ্বের প্রথম কয়েকটি দেশের মধ্যে অন্যতম যারা "জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ" অনুমোদন করেছি এবং আমরা "শিশু আইন ২০১৩" এর মতো আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এর নীতিমালা রক্ষা করে চলেছি। তবে শুধু আইন দিয়ে শিশুদের জীবনকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সরকার, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

আমরা যদি আমাদের শিশুদের ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করি, তবে আমরা আমাদের দেশের ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করছি। প্রতিটি শিশুর অধিকার রয়েছে সম্মান, সুরক্ষা এবং সুযোগের এবং আমরা সবাই একত্রে সেই অধিকারগুলো নিশ্চিতকরণ জরুরি করি।

নাজমা মোবারেক

Message

Children are the heartbeat of Bangladesh. When children thrive, a country prospers.

World Children's Day this year comes at an extraordinary moment in Bangladesh history, after thousands of young people across the country elevated their voices and risked their lives to call for change.

Their initial call sought to bring attention to a system they felt was unjust; a system that threatened them with joblessness, and a future that offered little hope. As the voices multiplied, they stood in solidarity in search of a more equitable and fair society for all, a society where young people have a voice and play an active role in helping shape that future. On this World Children's Day, we honour their sacrifices, we honour the difference they can make – and we stand in support of Bangladesh as it gets childhood back on track.

Since ratifying the United Nations Convention on the Rights of the child in 1990, strides have been made to improve access to and the quality of health, education, and protection services for Bangladeshi children. The progress, however, has been uneven. Too many children are being left behind – for too many timely health and nutrition care, a safe and clean environment, protection, or quality education remain elusive, leaving them with limited opportunities and subdued hopes; leaving them without the skills needed to face an uncertain future.

And that uncertain future, is already with us – as today's children already face and suffer more acutely than adults the impact of the climate crisis, pollution, violence, migration, and inequality. And they will face a world of work unlike and unimagined by their parents; a world where those with problem solving skills, creativity, negotiation, digital literacy, and strategic thinking will thrive. Today, over half of children lack birth registration.

One in five does not complete primary school, and nine out of ten children under the age of 15 regularly experience physical and psychological violence at home. Year on year, the lives of millions of children in Bangladesh are ravaged by floods, heatwaves, and cyclones. Each wave of disaster can be measured not just in the height of the flooding waters – but in the increased malnutrition levels, the lives lost to diarrheal diseases, the pregnancy complications and pre-term births, the weeks of education lost, and livelihoods erased.

The devastating floods in the eastern part of the country, the worst in over 34 years, is a frightening reminder that climate change is not a worry for future generations it is impacting women and children today, it is robbing them of development opportunities and contributing to poor outcomes for future economic growth of countries.

There is much to build on and significant work to be done to secure the rights of every child. Heading the voice of young people, living up to the promise made to children and adolescents in the Convention on the Rights of the Child, UNICEF asks the people, the private sector, all levels of Government and children and adolescents themselves to galvanize their support to ensure actions are taken today that put childhood back on track.

UNICEF invites debate, encourages inputs and welcomes support to ensure efficiencies are found, and the best possible interventions and changes are acted upon that ensure a progressive implementation of children's rights. UNICEF recognizes that change will take time, that the Government budget will need to increase over time to deliver on these promises to children – but that there are steps that can be taken today, that set the foundation for child development and wellbeing that can be built on over the coming years. These measures include issues like increasing birth registration rates to make sure no child is invisible in society and their rights are respected; also investing in children to guarantee every child's right to education, empowering them with the knowledge and skills necessary to thrive in an ever-changing world; or ending the scourge of child marriage that still affects more than half of the girls in this country.

Bangladesh sits at a critical juncture, and UNICEF will continue to support the Interim Government to deliver short as well as long-term change for children, including the half a million children living in refugee camps. UNICEF will work hand in hand with the Government, the private sector, long-term development partners, and with children and adolescents so that every child survives and thrives in an environment where non-violence, prosperity and opportunity prevail.

We want to reimagine together a Bangladesh where every child develops, free from poverty and exploitation. On this World Children's Day, let us reiterate our collective commitment to the children of Bangladesh to bring their childhood back on track. Together, we can create a future where every child is nurtured, educated, and empowered, paving the way for a brighter and more prosperous nation.

Rana Flowers
UNICEF Representative in Bangladesh
World Children's Day 2024